International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-VII, Issue-I, January 2021, Page No. 21-31
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v6.i4.2020.1-8

মূল্যবোধের বিকাশে বাংলা মৌখিক সাহিত্যের ভূমিকা

অরুন সরকার
গবেষক, লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ড. সুজয় কুমার মণ্ডল
অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:
An important genre of folklore is oral literature. Previously, human beings have created literature in the community for meeting their need for happiness which has manifested as oral literature in the society. It is commonly seen in any community and society that a tradition of oral literature is hereditarily practiced orally from the time immemorial. And this literature is mostly anonymously created but in few genres names of authors or creators are available. In each and every genre of oral literature the simple psychology of the common people can be traced. Eventually this oral literature becomes the treasure of one nation, community and religion. In the past when systematic institution education was not in practice then different objects of oral literature used to enrich various aspects of character to become an ideal human. The main aim of Bengali Oral Literature is to create an ideal life for humans. And the philosophy of an ideal life is the prime aid to prosper morality in humans. So, this paper will try to find out how Bengali oral literature imbibes morality in humans to make their life an ideal one. Apart from these, the paper will also stress on the elements of Bengali oral literature which plays a key role in building morality.
Keywords: Oral literature, Morality, Awareness, Responsibility, Personality development.

১. ভূমিকা: বিশেষত আরণ্যক ও গুহাবাসী জীবনে মানুষ একদিকে যেমন প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করেছে, তেমনি অপরদিকে বন্য হিংস্র শ্বাপদের সঙ্গেও সংগ্রাম করেছে। আর এই সংগ্রামের ফলেই মানুষ একদিন সমাজবদ্ধ হয়ে সঙ্ঘবদ্ধতা, আন্তরিকতা ও জৈবিক প্রীতির আকর্ষণেই মানুষ খুঁজে পেয়েছে তাদের কতকগুলি চারিত্রিক সম্পদ। মানুষের মাধুর্য ও তার সৌজন্যবোধ এগুলির মধ্যে অন্যতম, আর শিষ্টাচার তারই বহিরঙ্গ মাত্র। আমাদের সমাজজীবনের ক্ষেত্রে এই শিষ্টাচার ও সৌজন্যবোধের ভূমিকা ছিল খুবই ব্যাপক। মানুষের এই মার্জিত আচার-আচরণ ও সৌজন্যবোধগুলি ছিল সম্পূর্ণভাবে তার মূল্যবোধ নির্ভর। যেমন আত্মীয়-অনাত্মীয়, পরিচিত-অপরিচিত, শিক্ষক-ছাত্র, স্বামী-স্ত্রী সকলের সঙ্গেই রুচিসম্মত হার্দিক ব্যবহারই শিষ্টাচারের মধ্যে পড়ে। আর সৌজন্যবোধ বলতে আমরা শুধু সামাজিক রীতি-নীতিকে অনুসরণ করাকে বোঝায় না, হৃদয়ের উষ্ণতা ও মূল্যবোধ ভিত্তিক পরিমণ্ডলের মাধ্যমে তা গড়ে উঠে। অতীতে যখন প্রথাগত বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল না, তখন অপ্রথাগত মৌখিক সাহিত্যের শিক্ষার প্রভাবে আমাদের সমাজজীবন ছিল পরিমার্জিত। বর্তমান সময় কালের মত এত আধুনিক গৃহ পরিবেশ, উন্নত শিক্ষাব্যবস্থা কিন্তু তখন ছিল না, তবুও সমাজের মানুষের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই তার মূল্যবোধ ছিল সীমাহীন।

আর এই মূল্যবোধগুলি আমরা যত সহজে দিনে দিনে হারিয়ে ফেলেছি, ঠিক তত সহজেই কিন্তু বিজ্ঞান ভিত্তিক আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় তা রপ্ত করতে পারছি না; যার ফলে আমাদের হৃদয় আজ ঐশ্বর্য বঞ্চিত আত্মকেন্দ্রিক অন্তসার শূন্য হয়ে পড়েছে। আমাদের এই বিশৃঙ্খল আচরণের জন্য যে মনস্তত্ত্ব এই জটিল পরিস্থিতির জন্য দায়ী, সেগুলিকে দূর করতে গেলে আমাদের বাংলা মৌখিক সাহিত্যের উপাদানগুলিকে ব্যবহার করতে হবে। সেই কারণে ব্যক্তিগত চরিত্রের সঙ্গে সাবলীন বিকাশ, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের বিকাশ বাংলা মৌখিক সাহিত্যের সহযোগিতা নিয়ে গড়ে তুলতে হবে। আর এই মূল্যবোধ গঠনের জন্য ব্যক্তি যত বেশি সংখ্যক নৈতিকজ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হবে ততই তার গঠিত মূল্যবোধের বিকাশ ঘটবে এবং ব্যক্তি আদর্শ জীবন দর্শনের অধিকারী হতে থাকবে। মৌখিক সাহিত্যের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা জ্ঞানের মাধ্যমে ব্যক্তির স্বাভাবিক বিকাশগত মূল্যবোধ, অর্থনৈতিক মূল্যবোধ, মানবিক মূল্যবোধ, সামাজিক মূল্যবোধ ও নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটিয়ে তাকে আদর্শ জীবন দর্শনের অধিকারী করে গড়ে তুলার প্রয়াস করতে হবে।

২. মূল্যবোধ: ধারণা: আধুনিককালে অনেক চিন্তাবিদ্‌গণ মূল্যবোধের শিক্ষাকে সবরকম ব্যক্তিগত ও সমাজের নানান অশুভ শক্তিকে দূর করার উপায় হিসেবে বিবেচনা করেছেন। কিন্তু তারা সকলেই মূল্যবোধের শিক্ষার ক্ষেত্রে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার কথাই বলেছেন। কিন্তু বাস্তবে সাধারণ মানুষের জীবনে মূল্যবোধ এবং ধর্ম ও নীতিবোধ ভিন্ন তাৎপর্যবহ। কারণ মানুষ সকল প্রকার আচরণকে কেবলমাত্র ধর্মীয় নীতির দ্বারা পরিচালনা করতে পারে না। অপরদিকে মূল্যবোধ মানুষের সকলপ্রকার আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। সেই কারণে মূল্যবোধের বিকাশ সম্পর্কে আলোচনার প্রারম্ভেই মূল্যবোধকে ধর্মীয় আদর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন করে সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিকেন্দ্রিক আদর্শের উপর প্রতিস্থাপন করাই ভালো। কারণ জন্মের পরবর্তী মুহূর্ত থেকেই ব্যক্তির জীবনে বহুমুখী বিকাশ ঘটে, আর এই বিকাশের ধারা প্রকাশ পায় ব্যক্তির বিভিন্ন প্রকার আচরণের মাধ্যমে। ব্যক্তির এইসব আচরণ ধারাগুলির মধ্যে থাকে কতকগুলি জৈবমানসিক প্রবণতা। যেমন, সাংগঠনিক পর্যায়ে বিকাশের ফলে ব্যক্তির আচরণের প্রাথমিক অবস্থায় কতকগুলি বিশেষধর্মী অভ্যাস গঠন করে। পরবর্তী পর্যায়ে ব্যক্তির অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তার মধ্যে রাগ-অনুরাগ, সেন্টিমেন্ট, মনোভাব প্রভৃতি নানান ধরণের আচরণ গড়ে ওঠে। অর্থাৎ পরিণত বয়সে ব্যক্তির বিভিন্ন অভিজ্ঞতার সঙ্গে এইসব জৈবমানসিক প্রবণতাগুলির এক ধরণের সমন্বয় ঘটে। যার ফলে সর্বশক্তিসম্পন্ন জৈবমানসিক সংগঠন গড়ে ওঠে, যা ব্যক্তির সকল রকম আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়। শিক্ষামনোবিদ্‌গণ এইসব জৈবমানসিক সংগঠনকেই মূল্যবোধ বলে থাকেন। মূল্যবোধের এক কথায় কোনো সন্তোষজনক সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ এই বিষয়টি যেমন স্পর্শকাতর তেমনি বিতর্কিত? যেহেতু মূল্যবোধের মূল ভিত্তিই হল ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির চিন্তাধারা ও প্রতিক্রিয়া নির্ভর বিষয়। তাই মূল্যবোধ ব্যাক্তির সঙ্গে ব্যক্তির, এক পরিবার থেকে অন্য পরিবার, এক সমাজ থেকে অন্য সমাজে লালিত হয় বলে, এই বিষয়টি নিয়ে বিতর্কের অবকাশ থেকেই যায়। মূল্যবোধ সাধারণত ব্যক্তির বিভিন্ন বয়সের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে থাকে। এই জন্য বিভিন্ন ব্যক্তির বয়স ও অভিজ্ঞতার আলোকে যাচাই করার সুযোগ থেকে যায় বলে, মূল্যবোধ বিভিন্ন বয়সের ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে পরিবর্তনশীল। প্রাথমিক ভাবে মূল্যবোধ হল কোনো কিছুর প্রতি মূল্য আরোপ করা, শ্রদ্ধা করা, কোনো কিছুকে সযত্নে লালন-পালন করা বা অন্য কোনো কিছুর সঙ্গে তুলনা করে তার বিচার-বিশ্লেষণ করা।[১]

উপরের এই আলোচনা থেকে মূল্যবোধের একটি সহজ সরল সংজ্ঞা বেরিয়ে আসে, যা হল: ব্যক্তির জীবনচর্চার প্রতিটি পদক্ষেপেই কি করা উচিৎ বা উচিৎ নয়, এই হ্যাঁ বা না এই প্রশ্নটি তরান্বিত করে যে ভাব বা যুক্তিসম্মত নির্দেশ, আমরা তাকেই এক কথায় মূল্যবোধ বলতে পারি। আবার যা আমরা আকাঙ্খা করি বা পছন্দ করি তাকেও আমরা মূল্যবোধ বলতে পারি। কোনো মানুষ যখন অর্থ, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব প্রভৃতি আয়ত্ব করে, তখন এগুলি তার কাছে মূল্যবোধে পরিণত হয়। আবার কিছু কিছু বিষয় যেমন: দুঃখ-কষ্ট, যন্ত্রনা, শাস্তি ইত্যাদি মানুষ কিন্তু চায় না, তাই এগুলি মূল্যহীনও হয়ে পড়ে। অতএব ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দের উর্দ্ধে উঠে মূল্যবোধ হওয়া উচিৎ নৈর্ব্যক্তিক বা ব্যক্তি নিরপেক্ষ। বিশেষ করে ব্যক্তির মধ্যে ভালো-মন্দ ও ন্যায়-অন্যায় বোধটি তৈরি হয়ে গেলেই মূল্যবোধ গড়ে উঠেছে বলে ধরা হয়, যার প্রতিফলন আমরা ব্যক্তির বিভিন্ন আচরণের মধ্যে লক্ষ করে থাকি। আর এই মূল্যবোধের উপরেই দাঁড়িয়ে রয়েছে পারস্পরিক সৌজন্য ও শিষ্টাচারবোধ, যা এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তিকে আলাদা করে।

৩. শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ ও পরিবেশ সম্পর্কিত জ্ঞান বৃদ্ধিতে বাংলা মৌখিক সাহিত্য:

শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ ও পরিবেশ সম্পর্কিত জ্ঞান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বাংলা মৌখিক সাহিত্যের উপাদান হিসেবে ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ, লোককথা, গীতিকা ও লোকসঙ্গীতের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে, নিম্নে সেগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

ছড়া: শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ ও পরিবেশ সম্পর্কিত জ্ঞানবৃদ্ধিতে বাংলা মৌখিক সাহিত্যের অন্যতম উপাদান হিসেবে ছড়ার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে বলে বিভিন্ন মনোবিদ্‌গণ মত প্রকাশ করেছেন। শিশুর সংগতিপূর্ণ বিকাশ, সমাজবদ্ধ করা ও পরিবেশ

সম্পর্কে জ্ঞানবৃদ্ধির ক্ষেত্রে সঙ্গীতের মূর্চ্ছনার মতো ছড়াও শিশুকে আকৃষ্ট করে। শিশুর শৈশবের জীবন পর্যায়ের ক্রমিক বৃদ্ধিতে পরিবারে মায়ের পরিচর্চা ও প্রেরণা সর্বাপেক্ষা ফলদায়ক। তাই মা দুরন্ত শিশুকে ঘুম পাড়াতে গিয়ে আবৃত্তি করেন:

'আয় ঘুম যায় ঘুম দত্তপাড়া দিয়ে,
দত্তদের বউ পান খেয়েছে এলাচদানা দিয়ে।'[২]

মায়ের আবৃত্তি করা ছড়ার এই সুমধুর সুর শিশুর কানে গিয়ে এক অতীন্দ্রিয় জগতের সন্ধান দেয়, যার ফলে শিশুর মস্তিস্কে এক অদ্ভুত সুর মুর্চ্ছনায় আপ্লুত হয় এবং দুরন্ত শিশু ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ে।

আবার ঐ শিশু যখন একটু বড় হয়ে পাড়ার সহপাটিদের সঙ্গে খেলতে গিয়ে তাঁর গায়ের রঙ কালো বলে বন্ধুরা তাকে কটুক্তি করায় বাড়ি এসে মায়ের কাছে কান্না করতে থাকে। তখন মা শিশুকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করে ছড়া বলেন। এরূপ একটি ছড়া হলো:

'আমার খোকনকে কেউ বোলো না কালো,
পাটনা থেকে হলুদ এনে গা করে দেব আলো।'[৩]

মায়ের আদর ও আবৃত্তি করা ছড়ার সুমধুর সুরে শিশুর কান্না থেমে গিয়ে তার মানসিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। আবার এই ছড়াটির দ্বারা এটাও প্রমাণিত হয় যে শিশুটির স্বাভাবিকভাবে কিছুটা বৃদ্ধি ঘটেছে।

শিশুরা যাতে সুন্দর ও ভালো স্বাস্থ্যের অধিকারী হতে পারে, সেই জন্য পুষ্টিকর খাবার দেওয়ার কথা বলা হয়েছে বাংলা মৌখিক সাহিত্যের বিভিন্ন ছড়াতে, যেমন:

"শিশুর খাবার মায়ের দুধে
ডাল ভাত দিও।
যখন যেমন জোটেরে ভাই
টিকা কিন্তু দিও।"[৪]

এই ছড়াটির মাধ্যমে বোঝা যাচ্ছে যে মায়ের দুধ শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশের পক্ষে খুব পুষ্টিকর একটি খাদ্য, যা শিশুর সুস্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয়। আবার সেই সঙ্গে ডাল, ভাত ও শিশুর বেড়ে উঠার পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয় খাদ্য। আবার শিশুর রোগ প্রতিরোধ করার জন্য টিকা দেওয়ার কথাও এই ছড়াটির মধ্যে দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে।

ছড়ার মাধ্যমে পরিবেশ সম্পর্কে ব্যক্তির জ্ঞানের বিকাশ ঘটানো যায় এমন একটি প্রবাদমূলক ছড়া হলো:

"চৈত্রেতে থর থর।
বৈশাখে ঝড় পাথর।।
জৈষ্ঠ্যতে তারা ফোটে
তবে জানায় বর্ষা ফোট।।"[৫]

এই ছড়াটিতে কৃষিজীবি সমাজের মানুষের কাছে পরিবেশ সংক্রান্ত জ্ঞান, যার মাধ্যমে সময় ও কালকে চেনার নিদর্শন রয়েছে। আবার ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে আবহাওয়ার যে পরিবর্তন ঘটে সে সম্পর্কে জানতে পারবে এই ছড়াটির মাধ্যমে।

এছাড়াও ছড়ার মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা করার প্রয়াস লক্ষ করা যায় মৌখিক সাহিত্যের বিভিন্ন ছড়াতে যেমন:

'আমরা দুই আমাদের দুই
আমরা দুই আমাদের এক।'[৬]

ধাঁধা: শিশুর বিভিন্ন বিষয়ে ধারণার বিকাশ ও পরিবেশ সংক্রান্ত জ্ঞান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বাংলা মৌখিক সাহিত্যের অন্যতম উপাদান হিসেবে ধাঁধার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে নিম্নে সেগুলি আলোচনা করা হল। মানুষ ও তার অঙ্গপ্রতঙ্গ বিষয়ক ধাঁধাগুলি ব্যক্তির ধারণা গঠনে বিশেষ ভাবে সহায়তা করে, এরূপ একটি ধাঁধা:

'সকালে কে চারি পায়ে হাঁটে
দ্বি প্রহরে দুই পায়ে হাঁটে
সন্ধ্যায় তিন পায়ে হাঁটে।'[৭] **উ**: মানুষ।

এই ধাঁধাটির মাধ্যমে ব্যক্তির মানসিক বিকাশ ঘটবে এনং সে বুঝতে পারবে যে মানুষ শৈশবে হামাগুড়ি দেয়, যৌবনে দুই পায়ে হাঁটে এবং বাধ্যকে তিন পায়ে অর্থাৎ লাঠি নিয়ে হাঁটে। আবার পরিবেশ বিষয়ক জ্ঞানবৃদ্ধিতে প্রকৃতি বিষয়ক বিভিন্ন ধাঁধাগুলি বেশি কার্যকরী ভূমিকা পালন করে, যেমন:

'বন থেকে আইল টিয়া

সোনার টোপর মাথায় দিয়া।'[৮] **উ:** আনারস

আবার:

'লাল লাল জামা গায়
মেম সাহেবরা হাটে যায়।"[৯] **উ:** টমেটো।

গাণিতিক বা সংখ্যা মূলক ধাঁধা যা ব্যাক্তি বা শিশুর মানষিক বিকাশের সহায়ক। এই রূপ একটি ধাঁধা:

"টাকায় গাই সিকায় ছাগল — **উ:** ১৬টি ছাগল- ৪ টাকা
পাঁচ টাকায় মোষ — ১টি গাই - ১টাকা
বিষটা টাকায় বিশটা জীব।"[১০] — ৩টি মহিষ-১৫টাকা
২০টা জীব = ২০টাকা ।

আবার এই ধাঁধাটির মাধ্যমে শিশুর বুদ্ধির পরীক্ষা করা যাবে এবং গাণিত শিক্ষার দিকটিও যাচায় করা যাবে।

প্রবাদ: শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সংক্রান্ত জ্ঞান বৃদ্ধিতে বাংলা মৌখিক সাহিত্যের অন্যতম উপাদান হিসেবে প্রবাদের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। এটি ব্যক্তির বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে ধারণার বিকাশ ঘটাতে সহায়তা করে, যেমন:

"নিম নিশিন্দা যেথা রোগ থাকে না সেথা।"[১১]

এই প্রবাদটির মাধ্যমে ব্যক্তির এই ধারণার বিকাশ হবে যে, নিয়মিত এই গাছের পাতা সেবন করলে স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই ভাল। অথবা এই দুটি গাছের উপস্থিতি পারিপার্শ্বিক পরিবেশের পক্ষেও খুবই উপকারী। আবার প্রবাদের মাধ্যমে মানুষের বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ করার কথাও বলা হয়েছে, যা প্রত্যেকটি মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই ভালো। তাই প্রবাদে মানুষকে প্রতিদিন প্রাতঃভ্রমণের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। যেমন:

"বেড়াও যদি ভোরের বেলা, থাকবে না আর রোগের জ্বালা।"[১২]

এছাড়া মৌখিক সাহিত্যে এমন অনেক প্রবাদ রয়েছে যার মাধ্যমে শিশুর বিভিন্ন বিষয়ে বিচার শক্তি ও মানসিক শক্তির বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করে। সেই সংক্রান্ত একটি প্রবাদ হলো:

"যেমন বুনো ওল তেমনি বাঘা তেঁতুল।"[১৩]

প্রবাদের মাধ্যমে বিভিন্ন ঠক্‌বাজ ও ভন্ড মানুষের কাছ থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কারণ আমাদের সমাজে এমন অনেক ভুয়ো ডাক্তার আছে যাদের কাছ থেকে সব সময়ে একটু দূরে দূরে থাকতে হয়, তা না হলে নিজের ক্ষতি হতে পারে। এই ধরণের সচেতন মূলক একটি প্রবাদ হলো:

"জল জোলাপ জোচ্চোরি তিন নিয়ে ডাক্তারি।"[১৪]

মানুষ দীর্ঘ জীবন ও সুস্থ্য শরীরের জন্য নানান ধরনের ফল-মূল খেয়ে থাকে। আমাদের দেশে বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঋতুতে নানান রকমের ফল জন্মায় যেগুলি খেলে শরীর ও মন সুস্থ্য থাকে। এরূপ একটি প্রবাদ হলো:

"বার মাসে বার ফল, না খেলে যায় রসাতল"।[১৫]

আবার বিভিন্ন ফল-মূলে নানান ধরনের প্রয়োজনীয় ভিটামিন, প্রোটিন, শর্করা ইত্যাদি নানান উপাদান থাকে, তাই বিভিন্ন সময়ের উৎপন্ন ফল-মূল খাওয়া আমাদের শরীর স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই ভালো।

৪. ব্যক্তির মানবিক মূল্যবোধের বিকাশে বাংলা মৌখিক সাহিত্য: ব্যক্তির মানবিক মূল্যবোধের বিকাশে বাংলা মৌখিক সাহিত্যের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে; আমাদের সমাজ জীবনে বিশেষ করে পরিবারে মাতা অর্থাৎ জননীর ভূমিকা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। সমাজতাত্ত্বিকেরা বলে থাকেন কৃষিজীবি সমাজ ব্যবস্থায় মায়ের অবস্থান সর্বাপ্রেক্ষা অপরিহার্য এরূপ একটি ছড়া হলো:

'মাসি পিসি বনগাবাসী বনের মধ্যে ঘর।
কখনো মাসি বলেন না খই মোয়াটা ধর।।
কিসের মাসি কিসের পিসি কিসের বৃন্দাবন।
এত দিনে জানলাম মা বড় ধন।।'[১৬]

বাংলা মৌখিক সাহিত্যের এমন অনেক ছড়া রয়েছে যা ব্যাক্তির মধ্যে সত্যানুসন্ধানের তথ্য সঞ্চার করে। তাই এই মানবিক মূল্যবোধের প্রকাশ ব্যক্তির জ্ঞানার্জনমূলক আচরণের মধ্যে লক্ষ করা যায়, যা ব্যক্তি বা শিশুর শিক্ষামূলক জ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, যেমন:

'অব তবু গিরি সুতা,
মা বইলে পড় পুতা।

পড়লে শুনলে দুধি ভাতি,
না, পড়বু ঠ্যাঙ্গা লাঠি।
ঠ্যাঙ্গা লাঠি কেনে খাও,
সকালে উঠিকু পড়তে যাও।'[১৭]

শিক্ষার গুণগত মূল্য ও উপযোগিতা এই ছড়াটির মধ্যে দিয়ে টানা হয়েছে। শিক্ষাগত যোগতা না থাকলে সমাজে বেকারত্ব নেমে আসবে, তেমনি সমাজের মানুষ তাকে তিরস্কার করতে পারে, সেই কারণে মানবিক মূল্যবোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে এই ছড়াটিতে। এখানে পড়াশোনা করলে যেমন দুধ ভাতের কথা বলা হয়েছে, তেমনি আবার না পড়লে ঠ্যাঙ্গা লাঠির কথাও বলা হয়েছে। তাই সকালে উঠে ছাত্রকে পড়তে যাবার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

ধাঁধা: বাংলা মৌখিক সাহিত্যের অন্যান্য উপাদানের মত ধাঁধাও ব্যক্তির বৌদ্ধিক ও মানবিক মূল্যবোধ বিকাশের খোরাক যুগিয়েছে। বাল্য বিধবার দুঃখ, যন্ত্রনা সহ্য করতে না পেরে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাল্য বিবাহ প্রচলন করেছিলেন। সেই কারণে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে নিয়ে রচিত একটি ধাঁধা হলো:

'বাল্য বিধবার বিয়ে দিলেন যিনি,
দয়ার সাগর রূপে পরিচিত তিনি।
সেই মহান ব্যক্তিটির নাম কিবা হয়,
বুঝে সুঝে উত্তর করহ সত্তর।'[১৮]

অত্যন্ত ধার্মিক ও দানশীলতার জন্য স্ত্রী পুত্রকে বিক্রয় করে তাঁর দেনা শোধ করেছিলেন রাজা হরিশ চন্দ্র, তাই তাকে নিয়ে রচিত একটি ধাঁধা যা মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করে। এরূপ একটি ধাঁধা হলো:

"স্ত্রী পুত্র বিক্রয় করে দেনা শোধ করে,
কেবা হেন রাজা ছিল বল এ সংসারে।"[১৯]

প্রবাদ: বাংলা মৌখিক সাহিত্যের অন্যতম উপাদান হিসেবে প্রবাদের মধ্যেও মানবিক মূল্যবোধের বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। অনেক ব্যক্তি অপর জনকে না জেনে না বুঝে তার সম্পর্কে নানান কটুক্তি করে থাকেন ও নানান আপত্তিকর কথা বলে থাকেন। তার পর সেই ব্যক্তির সম্পর্কে জানতে পারে এবং সে তার ভুল বুঝতে পেরে দুঃখ প্রকাশ করে। আবার আমরা অনেকে না বুঝে অজ্ঞানে অনেক খারাপ কাজ করে থাকি। কিন্তু পরে তার মর্ম বুঝতে পেরে দুঃখ প্রকাশ করি, এই ধরণের একটি প্রবাদ হলো:

'অজ্ঞানে করে পাপ, জ্ঞান হলে মনস্তাপ।'[২০]

আমাদের সমাজে মাতা-পুত্রের সম্পর্ক সুমধুর। এমন কি সন্তান যদি অবাধ্য কিংবা মাতৃভক্তিশূন্য হয়ে খারাপ আচরণ করে, তবুও মাতা নিজের সন্তানের প্রতি খারাপ ব্যবহার করে না। তাই মাতাকে সম্মান প্রদর্শন করা হয়েছে এরূপ একটি প্রবাদ হলো:

'কুপুত্র যদি বা হয় কুমাতা কখন নয়।"[২১]

ব্যক্তিগত ও বিভিন্ন মানুষের সামাজিক আচার-আচরণ সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক বার্তা দেওয়া হয়েছে মৌখিক সাহিত্যের বিভিন্ন প্রবাদে এই ধরণের কয়েকটি প্রবাদ হলো:

'অতি বাড় বেড়ো না, ঝড়েতে উড়াবে।
অতি-নিচু হয়ো না, ছাগলে মুড়াবে।।'[২২]
'অতি লোভে তাতি নষ্ট।'[২৩]
'যত হাসি তত কান্না।'[২৪]
'অতিপিরীত যেখানে, অতিবিচ্ছেদ সেখানে।'[২৫]

লোকসঙ্গীত: মানব সমাজের দুঃখের শেষ নাই? কেন না মানব জনম কেবল দুঃখে অতিবাহিত হয়? কেন সুখ মানুষের ভাগ্যে জোটে না। মানুষের জীবনজাত এই গানগুলি মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করে। এরূপ একটি গান হলো:

'গুরু, জনম দুঃখীর কপাল মন্দ আমি একজনা,
আমার দুঃখে দুঃখে জনম গেল,
আমার দুঃখ বিনে সুখ হলো না।'[২৬]

লোককথা: লোককথার দ্বারা মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটানো যায়, কোনো ব্যক্তি যদি অন্য ব্যক্তির প্রতি অন্যায় ভাবে শাস্তির আসা করে, তাহলে অনেক সময় তার ফল সেই ব্যক্তিকেই ভোগ করতে হয়, এরূপ একটি লোককথা হলো:

একটি ছেলে রাস্তার পাশে বসে গর্ত খুঁড়ছে, তা দেখে রাজার মন্ত্রী ছেলেটাকে বললে তুমি গর্ত খুঁড়ছ কেন? ছেলেটা মন্ত্রীকে বলল লোক গর্তে পড়ে হাত পা ভাঙবে সেই জন্য। মন্ত্রী জিজ্ঞাসা করল তুমি কি কর? ছেলেটা বলল আমি কিছুই করি না। যে লোক রাস্তা ছেড়ে পাশে আসবে সে গর্তে পড়বে। মন্ত্রী তাকে নিয়ে এল নিজের বাড়িতে, দুটি মোরগ ও একটা মুরগির সমস্যা মিটবে কি ভাবে ছেলেটা মন্ত্রীকে তা বলে দিল। মন্ত্রী বুঝল এই ছেলেটা অলস কিন্তু খুব বুদ্ধিমান। তাই তার হাতে একটা চিঠি দিয়ে কোটালের কাছে পাঠালো। কোটাল চিঠি পেয়েই যেন ছেলেটাকে হত্যা করে। কিন্তু মন্ত্রীর ছেলে কুঁড়ে ছেলেটাকে ফুল আনতে বলে নিজে চিঠি নিয়ে গেল কোটালের কাছে। কোটাল চিঠি পাওয়া মাত্রেই মন্ত্রীর ছেলেকে হত্যা করল। মন্ত্রী ও তাঁর স্ত্রী শোকে অজ্ঞান হয়ে গেল। তখন কুড়ে ছেলেটা বললে সোজা রাস্তা দিয়ে না হাঁটার জন্যই মন্ত্রীমশায় গর্তে পড়ল। এই লোককথাটির দ্বারা ব্যক্তির এই মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটবে যে, বিনা দোষে কাউকে শাস্তি দিতে নেই।

৫. ব্যক্তির নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশে বাংলা মৌখিকসাহিত্য:

নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশ সম্পর্কিত নানান উপাদান বাংলা মৌখিক সাহিত্যের মধ্যে রয়েছে। বিশেষ করে বাউল গানে এর প্রভাব সর্বাধিক। যেমন:

'আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে,
হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশ্যে
দেশ বিদেশে বেড়াই ঘুরে।'[২৭]

এই দৃষ্টান্তের মধ্যে রয়েছে সামগ্রিক মানব সম্পদকে খুঁজে বেড়ানোর তাড়না। মনের মানুষের অন্তর্নিহিত চেতনায় কোনো একক মানুষকে খোঁজার প্রয়াস থাকলেও সমষ্টি বা ব্যাষ্টির অবলম্বনে তা সামগ্রিক হয়ে দাঁড়ায় যা ব্যক্তির নৈতিক বিকাশের সহায়ক।

প্রবাদ: প্রবাদেও নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশ সম্পর্কিত জ্ঞান সঞ্চারের কথা বলা হয়েছে। সৎ ও অসৎ ব্যক্তির অবস্থানের কথা ঘোষিত হয়েছে। এমন একটি প্রবাদ যেমন:

'যদি হয় সুজন, তেঁতুল পাতায় নয় জন
যদি হয় কুজন, নয় ঘরে এক জন।'[২৮]

মানুষ যদি আচার-আচরণের দিক থেকে শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন হয়, তাহলে তারা এক ঘরেই অনেকে থাকতে পারবে এবং সমগ্র সমাজের মানুষেরই উপকার হবে। আর যদি অসৎ গুণ সম্পন্ন হয় তা হলে সমগ্র সমাজের মানুষের কাছে অমঙ্গল জনক হবে। এই জন্য মানুষের নৈতিক মূল্যবোধের যথার্থ বিকাশ হলে শান্তিপূর্ণ সহাবস্তানের কোনো অসুবিধে হয় না।

লোককথা: লোককথার মধ্যে দিয়ে ব্যক্তির নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটাতে সহায়তা করে। যেমন:

সিংহ ও খরগোসের কাহিনিতে আমরা দেখেছি যে খড়গোসের বুদ্ধির কাছে শক্তিশালী সিংহ ও পরাজিত হয়েছে। এই গল্পে আমরা এটাও দেখেছি খড়গোসের কথায় সিংহ কুয়োর জলে লাফ দিয়ে ছিল, যার ফলে সিংহের মৃত্যু হয়েছিল। অথাৎ এই লোককথাটির দ্বারা এই নৈতিক শিক্ষা হবে যে, বুদ্ধির দ্বারাই শক্তিশালীদের পরাজিত করতে হয়। আবার এই লোককথাটির দ্বারা এটাও প্রমানিত হয় যে অপরের কথায় বিশ্বাস করতে নেই।

আবার খরগোস ও কচ্ছপের দৌড়ের প্রতিযোগিতার কাহিনিতে খরগোস কিছুটা লাফিয়ে যাবার পর ভাবলো যে, আমি তো অনেক আগেই পৌঁছে যাব, তাই একটু বিশ্রাম নিই বলে গাছতলায় এসে সে বিশ্রাম নেয় এবং ঘুমিয়ে পড়ে। এদিকে কচ্ছপটি তার গুটি গুটি পায়ে হেঁটে গিয়ে খড়গোসকে হারিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। কিছু সময় পর খরগোসটি ঘুম থেকে উঠে দেখল যে, কচ্ছপ তার লক্ষ্যে পৌঁছে গিয়েছে, অথাৎ এই দৌড় প্রতিযোগিতায় সে হেঁরে গিয়েছে। এই লোককথাটি দ্বারা এটা প্রমানিত হয় যে- Slow and study wins the race।

৬. ব্যক্তির সামাজিক মূল্যবোধের বিকাশে বাংলা মৌখিক সাহিত্য: ব্যক্তির সামাজিক মূল্যবোধের বিকাশে বাংলা মৌখিক সাহিত্যের বিভিন্ন উপাদান ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ, সংগীতের যে ভূমিকা রয়েছে তা নিম্নে আলোচনা করা হলো:

ছড়া: ছড়ার মাধ্যমে আমাদের প্রাচীন সমাজজীবনের নানান চিত্র ফুটে উঠে। তেমনি আবার কিছু খেলার ছড়ার মাধ্যমে প্রাচীন ইতিহাসের কিছু সামাজিক চিত্রও ধরা পড়ে। আগেকার দিনে পুরুষ শাসিত সমাজে রাজা মহারাজাদের দ্বারা সমাজের নিরিহ নারীরা কিভাবে অত্যাচারিত হত তা ধরা পড়েছে বাংলা মৌখিক সাহিত্যের ছড়ার মধ্যে। এরূপ একটি খেলার ছড়া হলো:

'এলাটিং বেলাটিং সইলো।
কিসের খবর হই লো?

রাজামশায় একটি বালিকা চাইলো।
কোন বালিকা চাইলো?
ওমুক বালিকা চাইলো।
বালিকা নিয়ে কি হবে?
দশ দশকে যুদ্ধ হবে।
কিসে চড়ে যাবে?
ঘোড়ায় চড়ে যাবে।'[২৯]

সমাজ ও ইতিহাস বিষয়ক শিশুদের খেলার এই ছড়াটির মাধ্যমে বোঝা যাচ্ছে যে, সেই সময় কালের রাজা মহারাজারা ক্ষমতার অপব্যবহার করে নারীদের অমানবিক ভাবে অত্যাচার করত।

ধাঁধা: ধাঁধার মধ্যে মহান মণিষী ব্যক্তিদের কষ্ট সহিষ্ণু কর্মজীবনের পরিচয় ছড়িয়ে রয়েছে ধাঁধাতে। অতীতে মহান ব্যক্তিরা কিভাবে অন্ধ ধর্মের দ্বারা বলি হয়েছিল তা ধাঁধার মধ্যে ধরা পড়েছে। যীশুখ্রীষ্টকে নিয়ে রচিত এমন একটি ধাঁধা হলো:

'হাতে পেরেক পায়ে পেরেক গেঁথে যখন দিল।
ঈশ্বরকে বলে এদের ক্ষমা করো ভালো।।
কোন মহাজন এই কথা বলেছিল।
ক্রুশবিদ্ধ হয়ে যিনি মারা গেল।।'[৩০]

প্রবাদ: প্রবাদের মাধ্যমে আমাদের সমাজে বসবাসকারী প্রবীণ মানুষের অভিজ্ঞতা অনেক বেশি মূল্যবান। তাই এই অভিজ্ঞ মানুষের কাছ থেকে নতুনদের শিক্ষা নেওয়া উচিত এবং এই অভিজ্ঞতার প্রতি আমাদের সম্মান দেওয়া উচিত। এইরূপ সামাজিক শিক্ষামূলক একটি প্রবাদ:

'পুরানো চাল ভাতে বাড়ে।'[৩১]

এছাড়া প্রবাদের মাধ্যমে মানুষের প্রতিটি দিককেই স্পর্শ করা সম্ভব হয়েছে। সঙ্গদোষে অনেক মানুষের ক্ষতি হয়ে থাকে, সেই কারণে অসৎ ব্যক্তিদের সঙ্গে সঙ্গ দিতে নেই। এই রূপ একটি প্রবাদ:

'সৎ সঙ্গে স্বর্গে বাস অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ'[৩২]

সামাজের বিভিন্ন মানুষের আচার-ব্যবহার কেন্দ্রিক কয়েকটি প্রবাদ রয়েছে যার দ্বারা ব্যক্তি সামাজিক শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে সেই ধরণের কয়েকটি প্রবাদ নিম্নে দেওয়া হলো:

'মাতাল দাঁতাল শিঙে, বিশ্বাস নেই এই তিনে'[৩৩]
'চোর যদি যায় সাধুর কাছে, স্বভাব যায় তার পাছে পাছে'[৩৪]
'সাপ শালা জমিদার, তিন নয় আপনার।'[৩৫]

লোকসঙ্গীত: সমাজের মানুষের প্রতিদিনের দুঃখ, কষ্ট, খাওয়া, পড়ার নির্দশন রয়েছে বাংলা মৌখিক সাহিত্যের অন্যতম উপাদান লোকসঙ্গীতে। এইরুপ একটি জঙ্গলমহলের প্রচলিত লোকসঙ্গীত হলো:

'গর্ভে রেখে মরল পিতা চোখেও দেখলাম না।
আমায় কে করিবে লালন-পালন কে দিবে আমায় সান্তনা।
ও যে ভবের বাজারে ছ,জন চোরে চুরি করে বেঁধলো, আমারে।
তারা বিচারে খালাস পেল, আমার হলো জেলখানা,
আমি একজনা।'[৩৬]

৭. ব্যক্তির জীবন ও জীবিকার অন্বেষণ সম্পর্কিত অর্থনৈতিক বিকাশে বাংলা মৌখিক সাহিত্য: ব্যক্তির জীবন ও জীবিকার অন্বেষণ সম্পর্কিত অর্থনৈতিক তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলা মৌখিক সাহিত্যের উপাদান হিসাবে ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ, লোকসঙ্গীত ও লোককথার যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে তা নিম্নে আলোচনা করা হল:

ছড়া: ভারতবর্ষ কৃষি প্রধান দেশ, এখানে প্রায় শতকরা পঞ্চাশ ভাগ মানুষই কৃষির সঙ্গে যুক্ত। অনেক সময়ে প্রকৃতির খামখেয়ালি, অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টি, বন্য, খরা ও কীট পতঙ্গের আক্রমনে শস্য উৎপাদনে সঙ্কট দেখা দিলে মানুষ বাঁচার তাগিদে অন্যত্র ছুটতে বাধ্য হয়েছে। এরুপ একটি ছড়া:

'দেশ শুদ্ধ মরি প্রাণে আমারা সকলে,
তেরশ চৌত্রিশ সালে কি অকাল বেলাতে

পানি বিনে যত ফসল গিয়েছিল জ্বলে,
ছুটলো লোক দিক দিগন্তে।'[৩৭]

লোকগান: জীবনে বেঁচে থাকার জন্য দরকার অর্থ ও টাকা পয়সা খুবই মূল্যবান সম্পদ। এই টাকার জন্য মানুষ দেশ বিদেশে গিয়ে কাজ করছে। আবার এই টাকার জন্যই ভাই ভাইকে ছুরি মারছে, নারী-পুরুষ অবিচারে যাচ্ছে, এই ধরনের একটি গান হলো:

'কাগজের টাকারে
তোর লাগিয়া দেশ বিদেশে যাই।
ডান হাতে পাইরে টাকা
বাম হাতে ঘুরাই।
এই টাকাতে ভাই কারি কুরি
ভাই হয়ে ভাইয়ের বুকে মারে ছুরি।
টাকার জন্য পুরুষ নারী অবিচারে যাচ্ছে
কত আমি দেখতে পাই।
এই টাকাতে এমনি যাদু
ভুলাই ঘরের কুলবধু।
টাকা তোমার ভিতরে
এত মধু আগে জানি নাই'।।[৩৮]

প্রবাদ: জীবন ও জীবিকার অন্বেষণের উল্লেখ বাংলা মৌখিক সাহিত্যের বিভিন্ন প্রবাদে লক্ষ্য করা যায়। আবার জীবনে বেঁচে থাকার জন্য অন্যের উপর নির্ভর করে থাকলে সারা জীবন ধরে লোকের কথা শুনতে হয়, সেজন্য পরিশ্রম করে খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হয়। এরূপ একটি প্রবাদ:

'ভাত দেয় কি ভাতারে, ভাত দেয় গতরে।'[৩৯]

জীবনে বেঁচে থাকার জন্য যেমন অন্য কারোর উপর নির্ভর না করে পরিশ্রম করে অর্থ উপার্জন করে খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হয়। ঠিক তেমনি আবার যদি কৃষকের ভালো ফসল উৎপন্ন হয় তা হলে তার অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য আসে তাহলে তার আর দুঃখ থাকে না এমন একটি প্রবাদ:

'ক্ষেতের চাষে দুঃখ নাশে।'[৪০]

আবার আমাদের নিজের দেশে যদি ভালো অর্থ উপার্জন করা যায় তাহলে অর্থ উপার্জনের জন্য আমাদের বিদেশে যাবার প্রয়োজন হয় না। অর্থাৎ নিজের এলাকায় যদি ভালো কিছু পাওয়া যায় তাহলে পরিশ্রম করে দূরে কোথায়ও যাবার প্রয়োজন হয় না। এরূপ একটি প্রবাদ যেমন:

'ঢেঁকি শালে যদি মানিক পাই, তবে কেন পর্বতে যাই।'[৪১]

লোককথা: ছোটো ছোটো লোককথার মধ্য দিয়ে জীবন ও জীবিকার অন্বেষণ সম্পর্কিত অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটানো যায়।'গুপ্তধন' নামক একটি লোককথাতে আমরা শুনতে পাই যে এক বৃদ্ধলোক মারা যাবার আগে তাঁর চার পুত্রকে বলেছিল যে মাঠের এককোণে কিছু গুপ্তধন রাখা আছে। সেই গুপ্তধন যেন চারভাইয়ে তুলে সেটা যেন ভাগ করে নেয়। সেই কথা শুনে বৃদ্ধের চার পুত্র সমস্ত মাঠ খুঁড়ে কোনো গুপ্তধন না পেয়ে শেষে হতাশ হয়ে সেই জমিতে তারা ধান বীজ ছড়িয়ে দেয়। এর ফলে সেই জমি থেকে প্রচুর ধান উৎপন্ন হওয়ায় তাদের আর অভাব থাকল না। তখন তারা বুঝল যে তাদের বাবা কোন গুপ্তধনের কথা বলেছিল। এই লোককথাটি থেকে এই মূল্যবোধের বিকাশ হবে যে ভালো কর্ম করলে তার ফল পাওয়া যাবেই। তাই ফলের চিন্তা না করে কর্ম করে যাওয়া উচিত।

৮. দেশপ্রেম ও সম্প্রতি বোধের সংযোজনায় বাংলা মৌখিক সাহিত্য: দেশপ্রেম ও সম্প্রতিবোধের সংযোজনার ক্ষেত্রে বাংলা মৌখিক সাহিত্যের উপাদান হিসাবে বাউলগান ও লোকসঙ্গীতের প্রভাব সবচেয়ে বেশি রয়েছে। নিম্নে সেগুলির কয়েকটি আলোচনা করা হলো:

সঙ্গীত: বাউল শিল্পীরা গানের অস্ত্র দিয়ে লড়াই করেছে জাতের নামে বজ্জাতির বিরুদ্ধে। ধর্মের নামে যে ভন্ডামী, তা রুখতে তারা চেয়েছেন মানুষকে একসুত্রে বাঁধতে। এমনই একটি সঙ্গীত হলো:

'আমি মরছি খুঁজে সেই দোকানের সহজ ঠিকানা

যেথা আল্লা, হরি, রাম, কালি, গড
এক থালাতে খায় খান্না।'[৪২]

দেশের মূল্যবান সম্পদকে রক্ষা করা আমাদের সকলের একটা নৈতিক দায়িত্ব। ইংরেজরা যখন আমাদের ভারতবষের মূল্যবান সম্পদ লুট করে নিজ দেশে নিয়ে যাচ্ছে সেই সময় সাধারণ মানুষকে সজাগ করতে লোকশিল্পীরা এক জোট হয়ে গেয়ে উঠেছেন। এমন একটি লোকগান:

'হিন্দু মুসলমান জাগরে সমান,
প্রাণে প্রাণ বেঁধে রাখ কষিয়া।
ঘুম ভাঙ দেশবাসী মিলিয়া
দেখ দেশের ধন কাহারা যাইতেছে লুটিয়া।'[৪৩]

সাম্প্রদায়িক ঐক্য স্থাপনের জন্য লোকশিল্পীরা গানের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে বুঝিয়েছেন। এইরূপ একটি সঙ্গীত:

"মন আমার মথুরারে মন আমার মদিনারে
মন আমার ঐ গয়া বারণসী
মনের মাঝে বিরাজ করেন
সদাই পরবাসীরে।
মনেতে বৃন্দাবন আছে/মক্কাকাবার ঘর
মনের মাঝে বিরাজ করেন ঠাকুরসুন্দর
ভাইরে একলিম রজায় বলে
মক্কা যাওয়া মিছে
মনের মাঝে মনের ঠাকুর সদাই বিরাজিছে রে।"[৪৪]

লোকপ্রবাদের ভূমিকা: লোকপ্রবাদের মধ্যে দেশপ্রেম ও সম্প্রতিবোধের সংযোজনা লক্ষ করা যায় এইরুপ কয়েকটি প্রবাদ নিম্নে দেওয়া হল:

১. 'ইষ্ট যেই কৃষ্ণ সেই, দুয়ে কিছু ভেদ নেই।'[৪৫]
২. 'রাম রহিম কালী, ভেদ করলেই মলি।'[৪৬]
৩. 'হিন্দুর 'নারায়ণ' মুসলমানের 'তোবা'।'[৪৭]
৪. 'কালী মালী বনমালী, শেখ পরাণে জয়ধর আলি।'[৪৮]

৯. মূল্যায়ন: মূল্যবোধের বিকাশে বাংলা মৌখিক সাহিত্যের ভূমিকা বিষয়ে আলোচনায় ব্যক্তি বা শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ ও পরিবেশ সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধি ঘটে তা আলোচনা করা হয়েছে। বাংলা মৌখিক সাহিত্যের মাধ্যমে আমাদের বাস্তব জীবনের যে বিষয়গুলির সম্পর্ক রয়েছে সেগুলি সম্পর্কে ধারণা গঠনের মাধ্যমে ব্যক্তির বুদ্ধির বিকাশ ঘটানোর চেষ্টা করা হয়েছ। মৌখিক সাহিত্যের দ্বারা ব্যক্তির মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটানো যায় কিনা তা উদাহরণসহ দেখানো হয়েছে। মৌখিক সাহিত্যের বিভিন্ন উপাদানগুলির দ্বারা ব্যক্তির নৈতিক বিকাশের দিকগুলি আলোচনা করা হয়েছে। ব্যক্তির বিভিন্ন নৈতিক বিকাশের দিকগুলির মাধ্যমে তার মধ্যে বিভিন্ন আচরণের যথার্থতা নির্ধারণ করা হয়েছে। সামাজিক মূল্যবোধের বিকাশ সম্পর্কে বাংলা মৌখিক সাহিত্যের বিষয় গুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ তা বোঝা যায় এই অলোচনা থেকে। সামাজিক দিক থেকে পরিণত ব্যক্তি নিজের প্রত্যাশা উপযোগী এবং অন্যের প্রত্যাশা পূরণের উপযোগী আচরণ করতে সক্ষম। অর্থনৈতিক মূল্যবোধের বিকাশের ক্ষেত্রে বাংলা মৌখিক সাহিত্যের উপাদানগুলি সমাজের আর্থিক কাঠামোকে যথাযথ ভাবে উপলব্ধি করতে পারে। এই কারণে অর্থনৈতিক মূল্যবোধের বিকাশে বাংলা মৌখিক সাহিত্যের উপাদানগুলি ব্যক্তির অন্তর্নিহিত বিভিন্ন চাহিদার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানে সহায়তা করেছে। দেশপ্রেম ও সম্পর্তি বোধের সংযোজনায় মানুষকে একসঙ্গে কাজ করার ও সাম্প্রদায়িক ঐক্য গঠনের মাধ্যমে দেশপ্রেম জাগ্রত করা হয়েছে।

১০.উপসংহার: মূল্যবোধ ব্যক্তির বহুমুখী আচরণ সৃষ্টিকারী জৈবমানসিক প্রবণতা, যা প্রত্যেক ব্যক্তির জীবন বিকাশের পথে বিভিন্ন ব্যক্তিগত চাহিদা এবং সামাজিক রীতি নীতি ও সংস্কারের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের মাধ্যমে একটি নিজস্ব জীবনদর্শন গড়ে তোলে। আর এই জীবনদর্শনই ব্যক্তিকে চালনা করে, যে কারণে ব্যক্তি তার চারপাশের সমস্ত কিছুকে বিচার-বিশ্লেষণ করে একটা দীর্ঘ অভিজ্ঞতা অর্জন করে ভালো মন্দ বোধকে অগ্রধিকার দেয়। মূল্যবোধের বিকাশে বাংলা মৌখিক সাহিত্যের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করে আমার মনে হয়েছে বাংলা মৌখিক সাহিত্যের বিভিন্ন উপাদানগুলিই ব্যক্তির জৈবমানসিক প্রবণতার

পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ করে দিয়েছে। কিন্তু বর্তমানে আজ ছাত্র-অভিভাবক ও সরকার দুই পক্ষই কম্পিউটার শিক্ষা, ইন্টারনেট, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ইত্যাদির দিকে বেশি ঝুঁকে পড়েছে। যার ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলা মৌখিক সাহিত্যের শিক্ষাগতমূল্যের দিকগুলি দিনে দিনে হারিয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন কারণে ব্যক্তির মূল্যবোধের বিকাশের যেসব দিকগুলি রুদ্ধ হতে চলেছে সেগুলিকে মৌখিক সাহিত্যের বিভিন্ন উপাদানের মাধ্যমে আমূল পরিবর্তন করা সম্ভব। তাই আমাদের বাংলা মৌখিক সাহিত্যের উপাদান গুলিকে বর্তমানে কাজে লাগিয়ে মূল্যবোধের বিকাশের পথকে আরও সহজ সরল করে তুলতে হবে। তা না হলে মূল্যবোধের বিকাশের পথটি অসম্পূর্ণতার দোষে দুষ্টই থেকে যাবে।

তথ্যসূত্র:

১. রায়, সুশীল. শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষাদর্শন, কলকাতা: সোমাবুক এজেন্সি, ২০১৪-২০১৫, পৃ. ৫৬২।
২. বন্দ্যোপাধ্যায়. সুভাষ, জঙ্গল মহলের জনজীবন ও লোকসংস্কৃতি, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ২১০।
৩. পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং: ২, পৃ. ২১০।
৪. দাস, পি.আর. হুগলি জেলার সার্বিক সাক্ষরতা ও জনস্বাস্থ্য, হুগলি: সাহিত্য সেতু পত্রিকা, ২৩সংখ্যা, ২০০০, পৃ. ১৩৪।
৫. ভট্টাচার্য, আশুতোষ. বাংলা লোকসাহিত্য, প্রথম খণ্ড, কলকাতা: ক্যালকাটা বুক হাউস, ১৯৭৩, পৃ. ১৯৪।
৬. পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং: ৪, পৃ. ১৩৫।
৭. বসাক, শীলা. বাংলা ধাঁধার বিষয় বৈচিত্র ও সামাজিক পরিচয়, কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৯৯৮, পৃ. ২৯।
৮. পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং: ৭, পৃ. ৯৬।
৯. পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং: ৭, পৃ. ১০০।
১০. পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং: ৭, পৃ. ১৫২।
১১. পাঠক, যোগেশ রঞ্জন. লোকশিক্ষা ও লোকসংস্কৃতি, কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৯৯৭, পৃ. ১৩৫।
১২. পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং: ৫, পৃ. ৬৪২।
১৩. পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং: ১১, পৃ. ১৪।
১৪. চক্রীবর্তী, বরুণকুমার. বাংলা প্রবাদে স্থান-কাল-পাত্র, কলকাতা: অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, ২০১৪, পৃ. ১৯৩।
১৫. পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং: ১৪, পৃ. ৩৭।
১৬. পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং: ৫, পৃ.
১৭. চক্রবর্তী, বরুণকুমার. লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস, কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৯৯৯, পৃ. ২২১।
১৮. পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং: ৭, পৃ. ৫১।
১৯. পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং: ৭, পৃ. ৫১।
২০. পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং: ৫, পৃ. ৬৩৯।
২১. পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং: ১৪, পৃ. ২০০।
২২. পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং: ৫, পৃ. ৬৪৪।
২৩. পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং: ৫, পৃ. ৬৪৪।
২৪. পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং: ৫, পৃ. ৬৬৪।
২৫. পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং: ৫, পৃ. ৬৬৪।
২৬. পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং: ২, পৃ. ১৬৯।
২৭. ঘোষ, বিনয়. বাংলা লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব, কলকাতা: প্রকাশ ভবন, ১৪১৯, পৃ. ১২।
২৮. ইসলাম, মযহারুল. আঙ্গিকতার আলোকে ফোকলোর, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৯, পৃ. ১২।
২৯. পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং: ৭, পৃ. ৩৯।
২৯. চৌধুরী, দুলাল (সম্পাদক). বাংলা লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ, কলকাতা: আকাদেমি অব ফোকলোর, ২০০৪, পৃ. ৭৭।
৩০. পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং: ৭, পৃ. ৪৬।
৩১. ঘোষ, বাসুদেব. প্রবাদের গল্প, কলকাতা: লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০৩, পৃ. ৫২।
৩২. সিদ্দিকী, আশ্‌রাফ. লোক-সাহিত্য, দ্বিতীয় খন্ড, কলকাতা: নয়া উদ্যোগ, ২০১৩, পৃ. ২৮।

৩৩. পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং: ১৪, পৃ. ১৯৬।
৩৪. পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং: ১৪, পৃ. ১৯৮।
৩৫. পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং: ১৪, পৃ. ১৯০।
৩৬. পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং: ২, পৃ. ১৭০।
৩৭. নাথ, সঞ্জীব. বাংলা লোকনাট্যঃ স্বরুপ ও বৈশিষ্ট্য, কলকাতা: অপর্না বুক ডিস্টিবিউটার্স, ২০০৩, পৃ. ১৭৭।
৩৮. লোকশ্রুতি, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, বিংশ সংখ্যা, জুন, ২০০২, পৃ. ৭৮।
৩৯. পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং: ২০, পৃ. ১৪।
৪০. পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং: ১৪, পৃ. ১৫৩।
৪১. পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং: ২০, পৃ. ১৭।
৪২. ভট্টাচার্য, উপেন্দ্রনাথ. বাংলার বাউল ও বাউলগান, কলকাতা: ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, ১৯৫৭, পৃ. ৫৭।
৪৩. পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং: ৪১, পৃ. ৩০।
৪৪. সেন, অঞ্জন. বাংলার লোকগান ও সাম্প্রদায়িক ঐক্য, কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০০৯, পৃ. ৩৬।
৪৫. পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং: ১৪, পৃ. ১৯।
৪৬. পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং: ১৪, পৃ. ১৪।
৪৭. পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং: ১৪, পৃ. ২২ ।
৪৮. পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং: ১৪, পৃ. ১৪।